

বাসন্তী  
আমের  
সবরোধ  
ন্যাজাট  
মান্দণ  
উপিৎ,  
নিয়ে  
ক ইট-  
বলে  
জবি  
স্থিতি

গাজি,  
দাবি,  
ত্বরে  
না।  
না।  
রেও  
ত্বেতে  
পরে  
বানা

দশ  
ক্রর  
জার  
দাই  
সশ  
ছে।  
ু ও  
বিধে  
দস্য  
কুক-  
নিক  
পার

■ স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে আনা হল অনুরত মণ্ডলকে। বৃহস্পতিবার। নিজস্ব চিত্র

# ‘কার্বন নিয়ন্ত্রণের আর্থিক বোৰা অন্যের ঘাড়ে কেন’

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলি কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটছে। আর তার জন্য আর্থিক বোৰা চাপছে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাঁধে। বৃহস্পতিবার বণিকসভা ‘বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’-এর একটি অনুষ্ঠানে এ কথাই জানালেন ভারতে নিযুক্ত মিশনের রাষ্ট্রদূত ওয়াল মোহামেদ আওয়াদ হামেদ। তাঁর বক্তব্য, জলবায়ু বদলের সঙ্গে যুক্তে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পদক্ষেপ খুবই উপযোগী। কিন্তু এটাও বোৰা দরকার, দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে থাকা দেশগুলির কাছে কার্বন নিঃসরণ ঠকানোর আর্থিক বোৰাও বড় সমস্যা। উন্নত দেশগুলি কোনও বিকল্প রাস্তা না-দেখিয়ে কেন এই বোৰা উন্নয়নশীল দুনিয়ার ঘাড়ে চাপাচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

আসন্ন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কলকারেল অব পার্টিজ বা কপ-২৭) হবে মিশনে। তার আগে আয়োজক

দেশের কুটনীতিবিদের এমন বক্তব্যে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহল তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে জলনা চলছে, আসন্ন সম্মেলনে কি তবে উন্নয়নশীল দেশগুলি জোটবন্ধ হয়ে নতুন কোনও দিশা দেখাবে? মিশনের দৃত জানান, ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি জলবায়ু বদলের লড়াইয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেবে বলে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল। কিন্তু মাত্র সাতটি দেশ নিজেদের প্রতিশ্রূতি রেখেছে।

এ দিনের অনুষ্ঠানে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন দেশের বিশেষজ্ঞেরাও। বিভিন্ন দেশের দূতেরা জানান, তাঁদের দেশ জলবায়ু বদলের লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল মেলিস্ডা পাতেক জানান, জলবায়ু বদলের জেরে বিপন্ন সুন্দরবনের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন তাঁরা। এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই কাজে তাঁদের জোটসঙ্গী।

শৌচাগারে ক  
দিয়ে প্রাতরা  
থেকে পুলি  
কনভয়ে তাঁ  
বিভাগে নিয়ে  
হাসপাত  
গিয়েছে, আ  
রায়ের উপ  
ঘণ্টাখানেক  
পরীক্ষা করে  
করানো হয়  
তাঁর রক্তচাপ  
তুলনায় যা  
এসএসকেএ  
চিকিৎসকদে  
ও তাঁদের  
কথা বলা  
সুপার নিবি  
(অনুরত)  
সার্জিক্যাল  
সুস্থ রয়েছে  
বেরোনোর  
মন্তব্য করতে  
অনুরত  
পরে, জন  
গার্ডেল ব  
ফিরে যেতে  
সময়ে রো  
বিক্ষোভ ক  
হস্তক্ষেপে  
এক রো  
মুর্মুর কথা  
প্রায় দেড়  
চুক্তে পে  
হয়রানির  
হাসপাতাত